

কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোর প্রতি নজর দিন

কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলো বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (একাডেমিক) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর (প্রশাসনিক) কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এখানে ইনস্টিটিউটের সেমিস্টার ও আট সেমিস্টার মেয়াদি কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে। এ কোর্সের মধ্যে কিছু শিক্ষার্থী দূরশিক্ষণে এবং কিছু মুখোমুখি পদ্ধতিতে লেখাপড়া করছে। দূরশিক্ষণের শিক্ষার্থীরা প্রতি সেমিস্টারে দু'মাসের জন্য ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক ক্লাস করার জন্য ইনস্টিটিউটে আসে। বাকি চার মাস ইনস্টিটিউটের বাইরে থেকে লেখাপড়া করে। মুখোমুখি পদ্ধতির শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীরা ইনস্টিটিউটে অবস্থান করে লেখাপড়া করে। বর্তমানে প্রতিটি ইনস্টিটিউটে চারটি ব্যাচ চলছে। কোন কোন ইনস্টিটিউটে প্রায় ৬০০ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। তাদের মধ্যে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির আওতায় আছে প্রায় ৪০০ জন এবং মুখোমুখি পদ্ধতির আওতায় আছে প্রায় ২০০ জন। কিন্তু সেখানে প্রশিক্ষক, উর্ধ্বতন ও মুখ্য প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন মাত্র সাত/আট জন। প্রতি ২৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রে সেটা এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি শিক্ষার বেহাল অবস্থা নিতান্তই দুঃখজনক। কৃষি ডিপ্লোমা ছাড়াও কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন সময় বিভাগীয় কর্মচারী ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এসব প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষকগণের ক্লাস নিতে হয়। যার ফলে তাদের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে যায়। শিক্ষক স্বল্পতা ছাড়াও ক্লাস রুম সংকট, ব্যবহারিক ক্লাসের উপকরণ সংকট এবং সহায়তাকারী কর্মচারীর স্বল্পতা সৃষ্টভাবে শিক্ষা প্রদানে সমস্যা হচ্ছে। কৃষি শিক্ষার সৃষ্টি পরিবেশ গড়ে তুলতে সড়ক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সুপারিশ হল: প্রত্যেক ইনস্টিটিউটে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া, প্রত্যেক ইনস্টিটিউটে শ্রেণী কক্ষ বাড়ানো, বিষয়ভিত্তিক ল্যাবরেটরি তৈরি করা, ব্যবহারিক ক্লাসে সহায়তার জন্য কর্মচারী নিয়োগ দেয়া, গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীর জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা, ষষ্ঠ/অষ্টম সেমিস্টারের পর ছাত্রছাত্রীদের মাঠ পর্যায়ের কমপক্ষে তিন মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক